আবহাওয়া ভিত্তিক কৃষি বিষয়ক বুলেটিন
জেলা: বান্দরবান

কৃষি আবহাওয়া তথ্য পদ্ধতি উন্নতকরণ প্রকল্প
কম্পোনেন্ট সি-বিডব্লিউসিএসআরপি
কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর

তারিখ: (২১ জুন, ২০২০) বুলেটিন নং ১৫৬	২১ জুন হতে ২৫ জুন, ২০২০ পর্যন্ত কৃষি আবহাওয়া বিষয়ক বুলেটিন

গত ৪ দিনের আবহাওয়া পরিস্থিতি ১৭ জুন হতে ২০ জুন, ২০২০ তারিখ পর্যন্ত

আবহাওয়ার স্থিতিমাপ(প্যারামিটার)	১৭ জুন	১৮ জুন	১৯ জুন	২০ জুন	সীমা
বৃষ্টিপাত (মি.মি)	৬১.০	৭২.০	১১.০	৪.০	৪.০-৭২.০ (১৪৮.০)
সর্বোচ্চ তাপমাত্রা (ডিগ্রী সেন্টিগ্রেড)	২৭.৩	২৮.০	৩২.৭	৩১.১	২৭.৩-৩২.৭
সর্বনিম্ন তাপমাত্রা (ডিগ্রী সেন্টিগ্রেড)	২৫.৪	২৫.১	২৫.০	২৫.০	২৫.০-২৫.৪
আপেক্ষিক আর্দ্রতা (শতকরা)	৮৭.০-৯৬.০	৯৭.০-৯৯.০	৭২.০-৯৬.০	৭৭.০-৯৭.০	৭২-৯৯
বাতাসের গতিবেগ (কিমি/ ঘন্টা)	১৮.৫	৭.৪	১৩.০	৩.৭	৩.৭-১৮.৫
মেঘের পরিমান (অক্টা)	৭	৮	৬	৮	৬-৮
বাতাসের দিক	দক্ষিন /দক্ষিন-পশ্চিম	দক্ষিন /দক্ষিন-পশ্চিম	দক্ষিন /দক্ষিন-পশ্চিম	দক্ষিন /দক্ষিন-পশ্চিম	দক্ষিন /দক্ষিন-পশ্চিম

বাংলাদেশ আবহাওয়া অধিদপ্তর হতে প্রাপ্ত আগামী ০৫ দিনের আবহাওয়া পূর্বাভাস
(২১ জুন হতে ২৫ জুন, ২০২০) তারিখ পর্যন্ত

আবহাওয়ার স্থিতিমাপ(প্যারামিটার)	সীমা
বৃষ্টিপাত (মিমি)	০.৪-১৫.৭ (৩৫.৬)
সর্বোচ্চ তাপমাত্রা (ডিগ্রী সেন্টিগ্রেড)	২৯.৭-৩১.২
সর্বনিম্ন তাপমাত্রা (ডিগ্রী সেন্টিগ্রেড)	২৪.২-২৪.৭
আপেক্ষিক আর্দ্রতা (শতকরা)	৭৯.০-৯৩.০
বাতাসের গতিবেগ (কিমি/ ঘন্টা)	২.৬-৪.৯
মেঘের অবস্থা	আংশিক মেঘাচ্ছন্ন
বাতাসের দিক	দক্ষিন /দক্ষিন-পশ্চিম

করোনা ভাইরাস (কভিড-১৯) সংক্রমণের জন্য বিশেষ কৃষি আবহাওয়া পরামর্শ

ফসল সংগ্রহ বা ব্যবস্থাপনার সময় কমপক্ষে ১ মিটার (৩ ফুট) দূরত্ব বজায় রাখুন, মুখে মাস্ক ব্যবহার করুন এবং সাবান ও পানি দিয়ে অন্তত ২০ সেকেন্ড ধরে হাত ধৌত করুন। প্রয়োজনে এলকোহল যুক্ত হ্যান্ড স্যানিটাইজার ব্যবহার করা যেতে পারে। তাছড়া করোনা ভাইরাস সংক্রমন রোধ করার জন্য গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের দিকনির্দেশনা মেনে চলুন।

আবহাওয়া পরিস্থিতি ও কৃষি আবহাওয়া পরামর্শ:

মৌসুমী বায়ুর অক্ষ উত্তর প্রদেশ, বিহার, গাঙ্গেয় পশ্চিমবঙ্গ ও বাংলাদেশের উত্তরাঞ্চল হয়ে আসাম পর্যন্ত বিস্তৃত রয়েছে। এর অপর একটি বর্ধিতাংশ উত্তরপূর্ব বঙ্গোপসাগরে অবস্থান করছে। মৌসুমী বায়ু বাংলাদেশের উপর মোটামুটি সক্রিয় এবং উত্তর বঙ্গোপসাগরে মাঝারী থেকে প্রবল অবস্থায় রয়েছে।

বাংলাদেশ আবহাওয়া অধিদপ্তরের পূর্বাভাস অনুযায়ী আগামী ২৪ ঘণ্টায় জেলার অনেক জায়গায় অস্থায়ীভাবে দমকা হাওয়াসহ হালকা থেকে মাঝারী ধরণের বৃষ্টি/বজ্রসহ বৃষ্টি হতে পারে। সেই সাথে কোথাও কোথাও মাঝারী ধরণের ভারী থেকে ভারী বর্ষণ হতে পারে। দিনের এবং রাতের তাপমাত্রা প্রায় অপরিবর্তিত থাকতে পারে। পরবর্তী ৭২ ঘণ্টায় বৃষ্টিপাতের প্রবণতা হ্রাস পেতে পারে। এছাড়াও, মধ্যমেয়াদি পূর্বাভাস অনুযায়ী গত চার দিন মাঝারী থেকে ভারী বৃষ্টিপাত হয়েছে এবং আগামী পাঁচ দিনে সামান্য থেকে মাঝারী বৃষ্টিপাত হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে।

বিস্তারিত কৃষি আবহাওয়া পরামর্শ নীচে দেওয়া হলো।

আউশ ধানঃ

রিকভারি থেকে কুশি পর্যায়-

- জমির পানির স্তর ৩-৪ ইঞ্চি বজায় রাখুন।
- রোগবালাই এর আক্রমণ থেকে রক্ষার জন্য নিয়মিত মাঠ পর্যবেক্ষণ করুন। প্রয়োজন অনুযায়ী ব্যবস্থা নিন।
- আউশ ধানে পানি নেমে যাওয়ার ৫-৭ দিন পর গ্যাপ ফিলিং করে পটাশ সার এবং তার ৩-৫ দিন পর ইউরিয়া সারের উপরি প্রয়োগ করুন। ধান আগাম কুশি বের হওয়া পর্যায়ে থাকলে এখনই ইউরিয়া সার প্রয়োগ করা যাবে না। ৫-৭ দিন পর প্রয়োজন হলে কুশি ভেঙে গ্যাপ ফিলিং করে ইউরিয়া সার উপরি প্রয়োগ করতে হবে। তবে এখন সব ধরনের জমিতেই বিঘা প্রতি অতিরিক্ত ৫ কেজি পটাশ সার ব্যবহার করা ভাল।
- যদি থ্রিপস ও সবুজ পাতা ফড়িং এর সংখ্যা ২৫% এর বেশী হয় তাহলে ১ লিটার পানিতে ১ মিলি হারে ম্যালাথিয়ন গ্রুপের বালাইনাশক প্রয়োগ করতে হবে।

আমন ধান:

- আমন ধানের বীজতলা তৈরি করুন।
- বপনের আগে বীজ ডায়থেন এম ৪৫ দিয়ে শোধন করে নিন
- দাপোগ পদ্ধতিতে নার্সারী বেড তৈরি করুন।

চীনা বাদাম:

- পরিপক্ক ফসল সংগ্রহ করুন।
- রোগ বালাই এর আক্রমণ থেকে রক্ষা পেতে নিয়মিত মাঠ পর্যবেক্ষণ করুন। প্রয়োজন অনুযায়ী ব্যবস্থা নিন।
- আবহাওয়ার বর্তমান পরিস্থিতিতে টিক্কা রোগের আক্রমণ দেখা দিতে পারে। নিয়ন্ত্রনের জন্য প্রতি লিটার পানিতে ২ মিলি হেক্সাকোনাজল অথবা ১ গ্রাম কার্বেন্ডাজিম মিশিয়ে স্প্রে করুন।

সবজি:

- পটল, কাকরোল প্রভৃতি সবজির ক্ষেত্রে উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য হাত দিয়ে পরাগায়ন করানো যেতে পারে। নিয়মিত আন্ত:পরিচর্যা করতে হবে।
- গাছের গোড়া ও কান্ডে লেগে থাকা আঠালো কাদা পরিষ্কার পানি স্প্রে করে ধুয়ে ফেলুন। পচে যাওয়া থেকে রক্ষার জন্য প্রতি লিটার পানিতে ৪ গ্রাম হারে কপার অক্সিক্লোরাইড মিশিয়ে স্প্রে করুন।
- টমেটো, মরিচ ও বেগুন গাছ বাঁশের কঞ্চি দিয়ে বেঁধে রাখুন।
- জমিতে যেন পানি জমে থাকতে না পারে সেজন্য পানি নিষ্কাশনের সুব্যবস্থা রাখুন। জমি থেকে অতিরিক্ত পানি নিষ্কাশন করুন।
- দন্ডায়মান ফসলে সেচ, সার, বালাইনাশক প্রদান ও আন্ত:পরিচর্যা করা থেকে বিরত থাকুন।
- পরিপক্ক ফসল দ্রুত সংগ্রহ করে নিরাপদ জায়গায় সংরক্ষণ করুন।

উদ্যান ফসল:

- কলায় সিগাটোকা লীফ স্পট রোগের আক্রমণ দেখা দিলে বেশী আক্রান্ত পাতা কেটে সরিয়ে ফেলে প্রতি লিটার পানিতে ১ মিলি প্রোপিকোনাজল মিশিয়ে স্প্রে করুন।
- কেটে আনা কলার কাঁদি শুকনো জায়গায় সংরক্ষণ করুন যেন বৃষ্টিপাতের কারণে রোগের আক্রমণ না হতে পারে।
- ঝোড়ো হাওয়ার কারণে ঢলে পড়া থেকে রক্ষার জন্য কলাগাছ, ফলের ছোট গাছ ও সবজিতে খুঁটির ব্যবস্থা করুন, আখের ঝাড় বেঁধে দিন।
- আবহাওয়ার বর্তমান পরিস্থিতিতে নারিকেলের বাড রট রোগ দেখা দিতে পারে। ১% বোর্দো মিক্সচার প্রয়োগ করুন।
- ফল বাগান থেকে অতিরিক্ত পানি নিষ্কাশনের জন্য নিষ্কাশন নালার ব্যবস্থা রাখুন।
- বৃষ্টিপাতের পর বালাইনাশক প্রয়োগ করুন।

পাট:

- জমি আগাছামুক্ত রাখুন।
- জমি থেকে অতিরিক্ত পানি নিষ্কাশন করুন।
- রোগবালাই এর আক্রমণ থেকে রক্ষার জন্য নিয়মিত মাঠ পর্যবেক্ষণ করুন এবং প্রয়োজন অনুযায়ী ব্যবস্থা নিন।
- বিছা পোকার আক্রমণ দেখা দিলে
  - ডিম সংগ্রহ করে ধ্বংস করুন
  - আলোক ফাঁদ ব্যবহার করুন
  - প্রতি লিটার পানিতে ১ মিলি হারে ইমিডাক্লোপ্রিড মিশিয়ে স্প্রে করুন।
- ঘোড়া পোকার আক্রমণ দেখা দিলে প্রতি লিটার পানিতে ১ মিলি হারে ইমিডাক্লোপ্রিড মিশিয়ে স্প্রে করুন।

পান:

- দমকা হাওয়ায় বরজের বেড়া ভেঙে গেলে দ্রুত মেরামত করে নিন।
- নিয়মিত আন্ত:পরিচর্যা করুন।
- শিলাবৃষ্টি ও ঝড়ের ক্ষতিকর প্রভাব থেকে রক্ষার জন্য পান পাতার বিশেষ যত্ন নিতে হবে।

গবাদি পশু:

- ভারী বৃষ্টিপাতের সময় গবাদি পশুকে ছাউনির নীচে রাখুন।
- বিভিন্ন রোগ থেকে রক্ষার জন্য পশু চিকিৎসকের পরামর্শ অনুযায়ী টীকা প্রদান করুন।

- বজ্রসহ বৃষ্টির সময় গবাদি পশুকে বাইরে বের হতে দেওয়া যাবে না।

হাঁসমুরগী:

- চিকিৎসকের পরামর্শ অনুযায়ী টীকা প্রদান করুন।
- হাঁসমুরগীর থাকার জায়গায় পর্যাপ্ত বাতাস চলাচলের ব্যবস্থা রাখুন।

মৎস্য:

- পুকুরের চারধার মেরামত করে দিন যেন মাছ পুকুরের বাইরে বের হয়ে যেতে না পারে।
- পুকুর থেকে অতিরিক্ত পানি বের করে দিন।
- যথেষ্ট পানি আছে, কাজেই পুকুরে মাছের পোনা ছাড়ুন।
- পোনা ছাড়ার আগে অপ্রয়োজনীয় মাছ বের করে নিন।
- যে কোন পরামর্শের জন্য স্থানীয় মৎস্য অফিসের সাথে যোগাযোগ রাখুন।